27

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 02 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

পঞ্চম ঢাকা বইমেলা

গতকাল রাজধানীর শেরে বাংলা নগর মেলা মাঠে শুরু হয়েছে পক্ষকালব্যাপী পঞ্চম ঢাকা বইমেলা। দেশে পাঠাগার প্রসারের উদ্দেশ্যে এবং সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের ক্ষেত্রে উৎসাহ সৃষ্টি করার লক্ষ্য নিয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে গত চার বছরের মতো এবারও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজন করেছে এ মেলার। উল্লেখ্য, এই মেলা প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৪ সালে ঢাকার বিজয় সরণি মাঠে। এবারের মেলার উদ্বোধন করেছেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

এবারের ঢাকা বইমেলার থিম হচ্ছে পাঠাগার প্রসার। প্রতিবছরই ঢাকা বইমেলা পরিচালিত হয় একটি মূল থিমকে কেন্দ্র করে। সমগ্র মেলায় চলে সেই থিমের প্রচারণা। এই থিমকে কেন্দ্র করে এবারের বইমেলার স্লোগান ঃ পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার চাই।

বইমেলার ব্যাপারে মানুষ যে খুবই আগ্রহী, বিভিন্ন বইমেলা আয়োজনের মধ্য দিয়ে তারই প্রমাণ মেলে। বইমেলায় বিপুলসংখ্যক মানুষের ভিড় হয়। বই বিক্রিও কম হয় না। যে কোন বইমেলা উপলক্ষে বেশ কিছু নতুন বই প্রকাশিত হয়। বিশেষ করে নবীন লেখকরা এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহী হন। ক্রেতা-পাঠকরাও মেলায় নতুন নতুন বই খোঁজেন। সাহিত্যের প্রচার-প্রসারও মেলাগুলো উপলক্ষে বিশেষভাবে ঘটে থাকে।

বইমেলার কথা বলতে গেলে সবার আগে আসে একুশের বইমেলার কথা। গোটা বছর এ মেলার প্রতীক্ষায় থাকেন লেখক, পাঠক, প্রকাশক সবাই। এই একুশের বইমেলা দেশে একটি ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। এই মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হয় অনেক বই। প্রবীণ-নবীন সব বয়সী লেখকের বইই প্রকাশিত হয় এই মেলার সময়। অনেক লেখকই তাঁর লেখা পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার জন্য একুশের বইমেলার সময়টিকে বেছে নেন। এই মেলার জন্য প্রতীক্ষায় থাকেন প্রকাশকরাও। তাঁরাও এ সময় প্রকাশ করেন বিভিন্ন ধরনের বই। বিভিন্ন লেখকের বই। আর বই কেনার জন্য বিশেষ করে ঐ সময় প্রতীক্ষায় থাকেন বিপুলসংখ্যক পাঠক। তাঁরা নিজেরা বিভিন্ন ধরনের বই কেনেন। বিভিন্ন বই কিনে সেসব তুলে দেন তাঁদের ছেলেমেয়ের হাতে। এ সমস্ত মিলিয়ে এ দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা ও প্রকাশনা শিল্পের জন্য একুশের গ্রন্থমেলাকে এক গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন বলা যায়।

এ দেশের প্রকাশনা শিল্প এখন মোটামুটি অনেকখানি উন্নত। হাতে কম্পোজ এবং লেটার প্রেসের পরিবর্তে এখন এসেছে আধুনিক বিভিন্ন ব্যবস্থা। এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে কম্পিউটার। বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশ করছে বইপত্র। পাঠকের সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে অনেকখানি বেড়েছে। তারপরও এ কথা ঠিক যে, দেশে শিক্ষিতের হারের তুলনায় পাঠকের সংখ্যা এখনও যথেষ্ট কম। বই ক্রেতার সংখ্যা আরও কম। এ জন্যই প্রয়োজন পাঠক এবং ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া। বইমেলা এ ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করছে সন্দেহ নেই।

দেশে বিপুলসংখ্যক মানুষ এখনও অক্ষরজ্ঞানশূন্য। কিন্তু এর পাশাপাশি আর একটি বাস্তবতা হচ্ছে– দেশে ধীরে ধীরে হলেও শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ছে। প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখে বের হচ্ছে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে। শিক্ষিতের এই হার বাড়লেও সে তুলনায় পাঠকের সংখ্যা বাড়েনি। এ জন্যই প্রয়োজন বইয়ের ব্যাপক প্রচার। বইমেলার ব্যাপারে আরও ব্যাপকসংখ্যক মানুষকে আকৃষ্ট করা, বই কেনার ব্যাপারে উৎসাহিত করা। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে পাঠাগার আন্দোলন। আমাদের দেশে ব্যাপক সংখ্যায় পাঠাগার তথা লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় পাঠাগার গড়ে তোলা দরকার। এ ক্ষেত্রে সরকারী-বেসরকারী উভয় ধরনের উদ্যোগ প্রয়োজন। সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন পর্যায়ে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে বেসরকারী সংগঠনের উদ্যোগে যাতে পাঠাগার প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী ব্যক্তিরা এগিয়ে আসতে পারে সে জন্য ব্যাপক উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তার কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। দেশে বিপুল সংখ্যায় পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হলে পাঠকের সংখ্যা যেমন বিপুলভাবে বেড়ে যাবে, তেমন আমাদের বহু তরুণ খুঁজে পাবে সুন্দরভাবে অবসর কাটানোর একটি সুযোগ। আমাদের তরুণরা জানতে চায়, পড়তে চায়, প্রবেশ করতে চায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে। কিন্তু অনেকের পক্ষেই তা সম্ভব হয় না। হাতের কাছে পাঠাগার পেলে তারা আগ্রহী হবে বই পড়তে। এতে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার ঘটবে যেমন, তেমনি বাড়বে বইয়ের পাঠক, বাড়বে বইয়ের ক্রেতা, বাড়বে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চাও। এসবের কল্যাণকর প্রভাব পড়বে দেশের প্রকাশনা শিল্পের ওপর। প্রকাশকরা নতুন নতুন বই প্রকাশের ব্যাপারে উদ্যোগী হবেন, আর এর ফলে লেখকদের জন্যও সৃষ্টি হবে তাঁদের যত্ন আর পরিশ্রমের ফসলী– তাঁদের বইপত্র প্রকাশের অধিকতর সুযোগ।

এসবের প্রেক্ষিতে পঞ্চম ঢাকা বইমেলার স্লোগান– 'পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার চাই' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ঢাকা বইমেলার এই স্লোগান বাস্তব অর্থে সার্থকতা খুঁজে পাক। এই বইমেলা সফল হোক।